বড়দিনের চিঠি ২০১৬

এই বছর কি ঘড়ির কাটা একটু বেশী জোড়ে দৌড় দিয়েছে? আমাদের তো তাই মনে হচ্ছে। আমরা ভাবি এটা কি আমাদের ব্যস্ত সময় নাকি ভাল থাকার আরো একটি বছর জানিয়ে দিল যে এবার আমাদের চারিপাশের প্রিয় চেনা মুখগুলোর সারা বছরের গল্প শুনতে হবে আর বলতে হবে আমাদের কথা। এই গল্প বলার কাজটি আমরা শুরু করেছিলাম ২৪ বছর আগে। আমদের ভাল থাকার হালখাতা নিয়ে কেবল আমরা ব্যস্ত থাকতে চাইনি। জানতে চেয়েছি আপনারা কেমন ছিলেন? এই ২৪ বছরে শুধু তিনবার বড়দিনের চিঠি লেখা হয়নি। সেই যে মা চলে গেল, আর আমরা চলে এলাম দেশ ছেড়ে। শোক আর অভিবাসন আমাদের ডুবিয়ে রাখল বেশ কয়েকটি বছর। কিন্তু আমাদের প্রিয়জনেরা এখনও অপেক্ষা করে আমাদের বড়দিনের চিঠির জন্য। জানতে চায় আমাদের কথা। আমরা ভাবি এইসব ভালবাসা কখন যে আমাদের আদর আর উমে তলিয়ে দিয়েছে, টেরও পাইনি। তাই সারা বছর আমাদের কেটেছে ভাল থাকার উষ্ণ আমেজে।

বছরটি শুরু হয়েছিল আমাদের 'ভাল থাকার ২৫ বছর' দিয়ে। সিডনির বন্ধু আর শুভাকাঙ্ক্ষীর বলয় ছাড়িয়ে বাংলাদেশ, কানাডা, আমেরিকা আর নিউজিল্যান্ড থেকে উড়ে এসেছিল ২০ জন। আঠারজন তো গাদাগাদি করে আমাদের বাড়িতেই থাকল। আমরা বিস্ময় আর এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে সময় কাটিয়েছি আর ভেবেছি, 'স্বপ্ন দেখছি না তো? পুরানো দিন কি সত্যি ধরা দেয়?' এখন বাড়ির এদিকে ওদিকে আমাদের চোখ খুঁজে ফিরে প্রিয় মানুষগুলোর স্পর্শ। আমাদের ভ্রম হয়। মন বলে, 'এই তো সেদিন ওরা এইখানে ছিল। ওই যে হাসনাহেনা গাছটি লাগিয়েছিল'? সেই চারা গাছ এখন বড় হয়েছে। গাছে ফুল ফুটেছে। আমাদের বাড়ি হাসনাহেনার গন্ধে ভরে উঠে। ফুলের গন্ধও কেমন করে ভালবাসার কথা বলে?

গাছ, মাছ আর ম্যাজিক আর নেটবল নিয়ে ঋষিতার সময় কাটছে বেশ। প্রতিদিন ওর ইচ্ছে আর স্বপ্নগুলো আমাদের ঘরে রঙ ছড়ায়। আমরা বিস্ময় নিয়ে ওর বেড়ে উঠা দেখি। মেয়ে আমাদের সুযোগ পেলে এখনও ভয়ের গল্প বানায় আর হুট করে আমাদের কম্বলের ভিতরে ঢুকে ঢক ঢক করে আদর গিলে খায়। আমরা মিটি মিটি হাসি আর বলি, 'এইভাবে লেপটে থাক, কাঁথা-কম্বলে'। ওর একটি সাদা ঘুঘু ছিল। রাতে ওর ঘরে ঘুমাতো। আর পাখী দুটা বড্ড পাজী। ঋষিতা কে দেখলে যেন আহ্লাদে গলে যায়। সকালে ঘড়ির অ্যালার্ম বাজে না। 'ঘুরর ঘুর ঘুরর ঘুরর' করে ওর পাখী ওকে ডেকে তুলে। ঋষিতা বাবার কাছে শিখল দু'হাতের মাঝে ফুঁ দিয়ে ঘুঘুর ডাক। 'ঘুরর ঘুর ঘুরর ঘুরর'। ওর পাখীগুলো ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ঋষিতা লুকিয়ে লুকিয়ে আবার ঘুঘুর ডাক দেয়। ঋভু ওকে বুঝালো, 'ওরা খাঁচায় থাকলে উড়বে কি করে?' কিন্তু ঋষিতা তো পাখী দুটা কিছুতেই ছাড়বে না। তারপর একদিন কি হোল, ঋভুর জন্মদিনে ওর গলা জড়িয়ে ধরে ওর বোন বলল, 'দাদা, তোমার জন্মদিনে আমি তোমাকে একটি স্পেশাল গিফট দিব'। ঋভু ভাবে ঋষিতা ওর হাতে বানানো মোমবাতি ওকে দিবে। ঋষিতা নানা ডিজাইনের মোমবাতি বানায়। ঋভুকে অবাক করে দিয়ে ঋষিতা বলে, 'আমার পাখীগুলো ছেড়ে দিব। তোমার জন্য । ওরা আকাশে উড়বে'। আমরা অবাক হয়ে ভাইবোনের আদর দেখি। ঋষিতার পাখী উড়ে গেল। ও খাঁচার দরজা খুলে রাখে, খাঁচার ভিতরে খাবার দিয়ে রাখে। ওর পাখী আর ফিরে আসে না। এক সকালে ওর ঘরে পাখীর ফেলে যাওয়া পালক পেল। ঋষিতা ভাবে, পাখী দুটা ওর ঘরে এসেছিল। সারা বাড়ি খুঁজে আর দুই হাতের মাঝে ফুঁ দিয়ে ডাক দেয়,'ঘুরর ঘুর ঘুরর ঘুরর'। ওর ঘুঘু আর আসে না। ঋষিতা মন খারাপ করে ব্যাক ইয়ার্ডে বসে থাকে। সারাদিন কত পাখী আমাদের বাড়িতে আসে। ওর চোখ কেবলই সাদা ঘুঘু খুঁজে ফিরে। ওর বাবা এবার আকুয়ারিউম আর মাছ নিয়ে এলো। আমাদের মেয়ে এবার জেলে হোল। মাছের বাচ্চা ফুটিয়ে আকুয়ারিউম ভরে ফেলল। এখন আর মাছ গোনা যায় না। মৌসুমি বলে, 'সব বাদ দিয়ে এবার মাছের দোকান দাও'।

ঋভু এবার সেকেন্ড ইয়ারে। যারা জিজ্ঞেস করেন, 'ঋভু ডাক্তার হচ্ছে কবে?', তাদের যে আরও অনেকগুলো বছর অপেক্ষা করতে হবে। ও গ্রামের একটি হাসপাতালে বেশ কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে এলো। ওর নাকি গ্রামে বেশ ভাল লেগেছে। বাবাকে টেক্সট করে, 'এখানে চলে আস। তোমার রুগীর অভাব হবে না'। শহুরে বড় হওয়া ছেলে এখন গ্রামে থাকতে চায়। ডাক্তার হয়ে অন্য দেশে গিয়ে কাজ করতে চায় – যেখানে কোন ডাক্তার নেই। আমরা বলি, 'ঠিক আছে। আমরাও তোমার সাথে গিয়ে থাকব'। আমাদের পাখির বাচ্চাটি কেমন করে বড় হয়ে গেল। একা একা থাইল্যান্ড, জাপান ঘুরতে গেল। ফেরার সময় বাবা-মা যা পছন্দ করে ঠিক তাই নিয়ে এলো। আমরা তাকিয়ে থাকি আর ও হাসে, 'আমি জানি তোমরা কি পছন্দ কর'। আমরা বলতে চাই, 'তোমার হাসি, তোমার কান্না, তোমার বেড়ে উঠা- সব সব কিছু আমাদের পছন্দের। তুমি হাসলে আমাদের বাগানে ফুল ফুটে'।

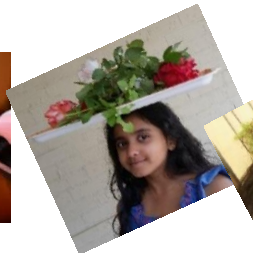

মৌসুমির মা পুরো বছর আমাদের আগলে রেখেছিল। ওর ভাই-বোনেরা হিংসা করে ওর দুধ-ধোয়া কপাল দেখে। কিন্তু উনার এখন বয়স হয়েছে। তাই ঋষিতার চিন্তাও বেড়েছে। কোথাও যাবার আগে ঋষিতা সিকিউরিটি গার্ডের মত সব চেক করবে, পাছে ওর আপুমনি আবার হারিয়ে না যায়, অসুস্থ না হয়ে পড়ে। মাঝখানে উনার উপর বেশ ধকল গেছে। শরীর আর মন এক তালে চলেনি। উনি এখন থেকেই ঋভুকে 'ডাক্তার' বানিয়ে ফেলেছেন। তাই ঋভুর কথা ওষুধের মতো কাজ করে। ঋষিতাও কম যায় না। ও শুধু আমাদের নয়, আপুমনিকেও চোখ নাড়িয়ে শাসন করে।

মৌসুমি কাজ নিয়ে বেশ ব্যস্ত। এই বছর ও ক্যান্টাবেরী কাউন্সিলে সেরা কর্মীর স্বীকৃতি পেয়েছে। মেয়র থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও ওর কাজে খুশি। তাই পদকটি ওর গলায় ঝুলেছে। ডোমেস্টিক ভাইওলেন্স নিয়ে ও একটি চমৎকার ভিডিও তৈরি করেছে। এই কাজটিও সবাই পছন্দ করেছে। ও তো কেবল নাটক করতে চায়। কিন্তু কেন জানি ব্যাটে-বলে মিলছে না । ওকে মনে হয় ঢাকায় লম্বা সময়ের জন্য পাঠাতে হবে। মৌসুমি আর ঋষিতার গাছের সাথে কথা বলা এখন আগের চেয়েও বেড়েছে। মায়ের সাথে পাল্লা দিয়ে খুঁজে কোন পাতা আগে গজাল, কোন ফুল আগে ফুটলো। আগামী বছর মেয়ের সাথে মা আর ছবি তুলতে পারবে না। মা ছোট হচ্ছে আর মেয়ে গাছের মত বেড়ে উঠছে । আমরা দুজন সার্কেল অফ লাইফ দেখি আর বলি, ‘এ নাটক কে লিখলো’?

মার্টিন এখন দরজা দরজা বন্ধ করে ‘বই’ নিয়ে ব্যস্ত। তাই ওর খবর আর বেশী কিছু দেয়া গেল না। ওর পড়ার ঘড়ের দরজা বন্ধ থাকলেও ওটা ঋভু-ঋষিতার জন্য বন্ধ থাকে না। ও ঠিকই ওদের জন্য সময় বের করে নেয়।
এই বছরটি আমাদের বেশ কেটেছে। আপনাদের কেমন কাটল বারো মাস? আমরা আপনাদের ভাল থাকার কথাগুলো জানতে চাই। আপনাদের এই ছোট ছোট ভাল থাকার গল্পগুলো আমাদের মন ছুঁয়ে যাবে। আমরা জানব ভাল থাকার এই যাত্রায় আপনারাও আমাদের সাথে আছেন। যারা সারা বছর আমাদের আগলে রেখেছিলেন শুভ কামনায়, তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ।

একা একা ভাল থাকা যায় না।
ভাল থাকা একা একা হয় না ।
তাই প্রিয়জনের সান্নিধ্য ভারী প্রিয়।
প্রিয় আহ্লাদে, প্রিয় আবদারে
বেড়ে উঠি প্রিয় বলয়ে।
এইভাবে
প্রিয়জন হয় প্রিয় মুখ
প্রিয় মুখ হয় প্রিয় স্মৃতি
প্রিয় স্মৃতি হয় বেঁচে থাকা ।

আপনারা ভাল থাকুন। সুন্দর থাকুন।
বড়দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

ঋষিতা ঋভু মৌসুমী মার্টিন

ঘাস-ফুল-লতা-পাতা

সিডনি, ডিসেম্বর, ২০১৬